দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 16 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭ .....

রাজনীতি মুক্ত

শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

জুয়েল সরকার

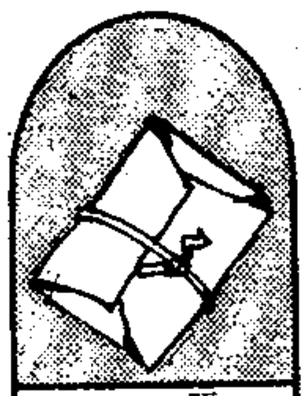

প্রোফাইল

শশিকর। নিভৃত একটি গ্রাম। মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। বাংলার হাজারো গ্রামের চেয়ে একটু যেন ভিন্নতর এই গ্রামটি। আর সেটা এই গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যই সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য, এখানকার শিক্ষিতের হার শতকরা প্রায় একশ' ভাগ। গ্রামের কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে 'শহীদ স্মৃতি মহা বিদ্যালয়' অন্যতম প্রধান। ১৯৭৩ সালের পয়লা মে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ডিগ্রি কলেজটি। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের নামে উৎসর্গ করা হয় কলেজটিকে।

অসংখ্য সারি সারি গাছের মাঝে কলেজ ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি দ্বিতল ভবন, বিজ্ঞানাগার, পাঠাগার, টিচার্স রুম, ছাত্র হোস্টেল, কমনরুম, ছাত্রী হোস্টেল, টিচার্স কোয়ার্টার। সম্মুখভাগে রয়েছে সুবিশাল দিঘি, খেলার মাঠ যা কলেজের সৌন্দর্য অনেক গুণে বাড়িয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এই কলেজটি অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে আসছে। অনুসরণ করে ঢাকার নটরডেম কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি। ফলে এটি মাদারীপুর জেলার অন্যতম সেরা কলেজ হিসেবে ১৯৮৭ সালে পুরস্কার লাভ করে।

এগার একর জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটিতে বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা এগারশ' শিক্ষক সাতাশ জন। প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন গণেশ হালদার। তিনি জানালেন— প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নেই কোন ছাত্র সংসদ, সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিমুক্ত, যার কারণে শিক্ষকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বিভিন্ন কার্যক্রম, অনুষ্ঠানমালা। যার মধ্যে রয়েছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সাপ্তাহিক বিতর্ক, খেলাধুলা, শিক্ষা সফর, নবীনবরণ, বিদায় অনুষ্ঠান, জাতীয় দিবসগুলো পালন, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড প্রভৃতি।

বিভিন্ন সময়ে এ কলেজটি পরিদর্শনে এসেছেন দেশের বরণ্যে কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ। প্রতিষ্ঠার পর পরই আসেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী পরিষদের বিভিন্ন সদস্যবর্গ এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সদস্যবর্গ; বিগত সরকারগুলোর প্রধানরা, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রমুখ।

এ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কতগুলো বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রতি বছর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ, লাইব্রেরি থেকে বই প্রদান, গরিব ছাত্রদের লজিং-এর ব্যবস্থা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা কলেজ পরিচালনা পর্ষদ দিয়ে আসছে।